"সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি সম্পর্কিত বিধিমালা-২০১০"

"সংগঠন সম্পর্কিত বিধিমালা-২০১০"এর (২) নং অনুচ্ছেদ এর (ঝ) নং ধারার (২) নং উপ-ধারার ক্ষমতাবলে "***"সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি সম্পর্কিত বিধিমালা-২০১০" প্রণীত হইল।***

১. **শিরোনামঃ-** এই বিধিমালা " ***সাংস্কৃতিক উপ -কমিটি সম্পর্কিত বিধিমালা -২০১০"*** নামে অভিহিত হইবে।

২. **সংজ্ঞাঃ**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে , এই বিধিমালায়-

ক. কমিটি গঠন। খ. কমিটির সদস্য সংখ্যা। গ.কমিটির সদস্যর পদবি। ঘ. কমিটির ক্ষমতা। ঙ. কমিটির কাজ। চ. কমিটির ব্যায় নির্বাহ।

২(ক)ঃ- কমিটি গঠন প্রসঙ্গেঃ-

১. এ কমিটি সংগঠনের অধিভুক্ত উপ -কমিটি হিসেবে বিবেচিত হইবে।
২. কমিটি " আলোর প্রদিপ" সংগঠনের চেয়ারম্যান এর অনুমতি ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর পরামর্শ মোতাবেক গঠিত হইবে।
৩.কমিটি গঠনে কোনরূপ নির্বাচনের প্রয়োজন হইবে না। তবে সাংস্কৃতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ব্যাক্তিকে কমিটিতে অন্তভুক্ত করতে হইবে।
৪. কমিটি সাংগঠনিক প্রয়োজনে যে কোন সময় গঠন করা যাইবে। তবে গঠনকৃত কমিটির মেয়াদ গঠনকালীন সময় হতে ২ বছরের অধিক হইবে না।
৫. কমিটির মেয়াদ শেষ হবার এক সপ্তাহপূর্বে পুনরায় নতুন কমিটি গঠন করতে হইবে। এমন কি প্রয়োজনে আগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিকে পুনরায় দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।
৬. এক সপ্তাহ আগে কোন বিশেষ কারনে কমিটি গঠন করা সম্ভব না হইলে অবশ্যই পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে কমিটি গঠনের কাজ শেষ করতে হইবে।
৭. কমিটির প্রধান " আলোর প্রদীপ" সংগঠনের চেয়ারম্যান কতৃক নিযুক্ত হইবে । চেয়ারম্যান যে কোন উপযুক্ত ব্যাক্তিকে উক্ত কমিটি পরিচালনার দায়িত্ব দিতে পারেন। তবে তাকে অবশ্যই সংগঠনের সদস্য হইতে হইবে।
৮. কমিটির কাজের উপর র্নিভর করে যে কোন সময় কমিটি পরিচালনার দায়িত্ব রদবদল করা যেতে পারে। এছাড়াও কমিটির সেচ্ছারীতামূলক মনোভাবের জন্য চেয়ারম্যান যে কোন মহূর্তে কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করতে পারিবেন।
৯. নতুন কমিটির মেয়াদও কমিটি গঠনের তারিখ থেকে ২ বছরের জন্য মনোনীত হইবে।

২(খ)ঃ- কমিটির সদস্য সংখ্যা প্রসঙ্গেঃ-

১. কমিটির সদস্য সংখ্যা কমিটির চাহিদানুসারে হবে। তবে কোনোভাবেই ৪ সদস্যর কম হইবে না।
২.কমিটির প্রয়োজনে এর সদস্য সংখ্যা কমবেশি করা যেতে পারে।

২(গ)ঃ- কমিটির সদস্যদের পদবিঃ-

১. কমিটিতে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, সহ অন্যান্য সদস্যগণ থাকিবেন।সহ-সভাপতি কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

২(ঘ)ঃ- কমিটির ক্ষমতা প্রসঙ্গেঃ-

১. কমিটি সংগঠনের সাংগঠনিক নিয়ম মোতাবেক পরিচালিত হইবে।
২. কমিটি কোনরূপ সংগঠন বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হইতে পারিবেনা।
৩. কমিটির সভাপতি কমিটির পদাধিকারবলে তিনিই সাংস্কৃতিক উপ- কমিটি সম্পর্কিত বিধিমালা মোতাবেক কমিটি পরিচালনা করবেন।
৪. কমিটি যে কোন সময় সভা করিতে পারিবে। উক্ত সভায় যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যপরিষদ বরাবর প্রেরণ করবেন এবং কার্যপরিষদ তা অনুমোদন করলে তদানুসারে কাজ করিবে।
৫. কমিটি যে কোন অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে।

৬. কমিটি তার নিজস্ব বিধি বহির্ভূত কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারবে না।
৭. কমিটি কার্যপরিষদের পরামর্শে যে কোন সময় যে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করিতে পারিবে।
৮. কমিটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ব্যাতিত অন্য কোন কমিটিতে হস্তক্ষেপ করতে পারিবেনা।

২(ঙ)ঃ- কমিটির কাজ প্রসঙ্গেঃ-

১. কমিটি তার নিজস্ব বিধিমালা মোতাবেক কাযপরিচালনা করিবে।
২. কমিটি সাংগঠনিক প্রয়োজনে যে কোন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনা করিবে।
৩. কার্যপরিষদের সিদ্ধান্তে সাংগঠনিক প্রয়োজনে এ কমিটি অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকিবে।

২(চ)ঃ- কমিটির ব্যায় নির্বাহ প্রসঙ্গেঃ-

১. কমিটির একটি নিজস্ব অর্থ তহবিল থাকিবে। এ ছাড়াও সাংগঠনিক অর্থবছরের বাজেটে কমটির জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হইবে।
২. কমিটির ব্যয় সুষ্ঠভাবে নির্বাহের জন্য আলাদা খরচের খাতা থাকিবে । সেখানে কমিটি তার খরচের যাবতীয় বিবরন তুলে ধরবে।
৩. কমিটির সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে এ অর্থ খরচ করতে হইবে।
৪. কমিটির তহবিলের হিসাবপত্র সহ যাবতীয় হিসাবপত্র প্রতিটি কার্যপরিষদ সভা এবং সাধারন সভায় উপস্থাপন করতে হইবে।
৫. কমিটি হিসাবপত্র প্রতি ৬মাস অন্তর কোষাধ্যক্ষ দ্বারা অডিট করাইতে হইবে।
৬. কমিটি শুধুমাত্র হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাতিত অন্যকোন কাগজপত্র সহ-বিভিন্ন জিনিসপত্র ৎসাংগঠনিক উপ কমিটি প্রদান করিবে না। এসব অতিরিক্ত দ্রব্যাদি কমিটির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যেই নির্বাহ করিতে হইবে।
৭. কমিটির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কোষাধ্যক্ষ বরাবর আবেদনের মাধ্যমে প্রয়োজন মাফিক গ্রহন করিতে হইবে।
৮. কমিটির হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাংগঠনিক উপ-কমিটি বরাবর আবেদনের মাধ্যমে গ্রহন করিতে হইবে।
৯. বছর শেষে যদি কমিটির বরাদ্দকৃত অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা পরবর্তী অর্থ –বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যেই হিসাব করা হইবে।